দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সাম্রদায়িক সম্প্রীতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা স্বৈরাচারী ফ্যাস্টিট হাসিনা সরকারের পতন হওয়ার পর দেশের চলমান পরিস্থিতিতে দামুড়হুদা উপজেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা নিয়ে মতামত প্রকাশ করেন। আগামীতে সার্বিক বিষয়ে আইন শৃঙ্খলার যেন কোন অবনতি না ঘটে সে জন্য করনীয় শীর্ষক আলোচনা করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মেজর খান সজিবুল ইসলাম পিপিএম,পিএসসি, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তানিয়া খাতুন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাও: আজিজুর রহমান, উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর নায়েব আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প. প. কর্মকর্তা ডাঃ হেলনা আক্তার নিপা, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার পরিদর্শক হিমেল রানা, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা, দর্শনা থানা বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, সাবেক উপজেলা মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার রেজাউল করিম, মুক্তিযোদ্ধা চাঁদ আলী, আব্দুল হাই, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের আহবায়ক শামসুজোহা পলাশ, যুগ্ম আহবায়ক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সদস্য সচিব তানজির ফয়সাল, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি একরামুল হক পিপুল, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি উত্তম রঞ্জন দেবনাথ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক জিতু আহসান, তানভীর রহমান, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জেল হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার ইনস্ট্রাক্টর রোকনুজ্জামান, উপজেলা তথ্য অফিসার সানজিদা আফরিন, আনসার ভিডিপি অফিসার মোঃ সাজিদ, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, রাজস্ব কর্মকর্তা দর্শনা

জাহিদুজ্জামান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মারিয়া মাহবুবা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এস এম বজলুর রশীদ, দামুড়হুদা ডিএস মাদ্রসার সুপার মোজাফফর হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুল কাদির, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, উপজেলা মডেল মসজিদের পেশ ঈমাম মুফতী মামুনুর রশীদ প্রমূখ।

দর্শনা দিয়ে ভারতে পালানোর সময় দু’ আওয়ামীলীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্ত দিয়ে পাসপোর্ট বিহীন অবৈধভাবে ভারতে পালানোর সময় দু’আওয়ামীলীগ নেতাকে আটক করেছে বিজিবি।

এ সময় তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে একটি ল্যাপটপ, অসংখ্য সীল, দলীয় প্যাড, সার্টিফিকেট উদ্ধার করে।

বিজিবি জানায়, আজ রবিবার (১৮ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা আন্তর্জাতিক জয়নগর চেকপোস্ট সীমান্তের ৭৬ নম্বর মেইন পিলারের পাশ দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল এই দু’জন। এ সময় বিজিবির টহলদলের নজরদারিতে এ দুজন ধরা পড়ে।

আটককৃত দুজন রাজশাহী বাগমারা থানার খাজুরা গ্রামের মনির হকের ছেলে ফজলুলু হক (৩৭) ও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার কাজিহাটা গ্রামের আশরাফুল আহমেদের ছেলে বুলবুল আহমেদ (৪০)। এরা আওয়ামী প্রজন্ম লীগের নেতা।

এদেরকে দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে বিজিবি জানায়। তবে এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এরা দুজন অবৈধ ভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল বিজিবি তাদেরকে আটক করে দর্শনা থানায় সোপর্দ করেছে।

জীবননগরের ভয়ংকর মাদক ‘এলএসডি’ ও ফেন্সিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রাম থেকে ৪ বোতল এলএসডি ও ৫ বোতল ফেন্সিডিল জব্দ করেছে বিজিবি। এসময় আরও জব্দ করা হয় একটি মোটরসাইকেল।

গতকাল শনিবার দুপুরে উথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়। গতকাল শনিবার রাতে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) সহকারী পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের অন্তর্ভুক্ত উথলী বিওপির একটি বিশেষ আভিযানিক দল সীমান্ত পিলার ৭৩/২ এস হতে আনুমানিক ৫ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলাকায় চোরাকারবারিকে ধরার জন্য বেলা ১টা ৩০ মিনিট হতে ওৎ পেতে অপেক্ষামান থাকেন। দুপুর আনুমানিক ২টা ৫০ মিনিটের দিকে উল্লেখিত এলাকায় একটি সন্দেহভাজন মোটরসাইকেল অগ্রসর হলে বিজিবির আভিযানিক দল মোটরসাইকেলটির গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রাস্তায় অবস্থান গ্রহণ করলে মোটরসাইকেল আরোহী দূর থেকে বিজিবির আভিযানিক সদস্যের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেলে উপবিষ্ট চোরাকারবারি এবং চালক মোটরসাইকেল ফেলে রাস্তার পাশের পাট ক্ষেতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

উক্ত ঘটনায় আভিযানিক দল তল্লাশি চালিয়ে ভারত হতে বাংলাদেশে আসা প্রতিটি ১০০ মিলিগ্রামের মোট ৪ বোতল এলএসডি (লাইসার্জিক অ্যাসিড ডাই-ইথ্যালামাইড), ৫ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল এবং একটি নাম্বার প্লেটবিহীন মোটরসাইকেল উদ্ধারপূর্বক তা জব্দ করেন। জব্দকৃত মালামালের সর্বমোট সিজার মূল্য চার কোটি ১৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা।

দর্শনার ঠাকুরপুর সীমান্তে অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে বিজিবি

চুয়াডাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে ৬ বিজিবি।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিক চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। তারই নির্দশনায় ঠাকুরপুর বিওপি টহল কমান্ডার হাবিলদার শওকত আলীসহ একদল বিজিবি সদস্য সীমান্ত খুঁটির ৮৯ হতে আনুমানিক দেড় কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যান্তরে ঠাকুরপুর কদমতলা বাজার মোড়ে অবস্থান নেয়। এদিন সকাল পৌনে ৭টার দিকে সেখান থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে যেতে দেখে। তাকে দাঁড় করাতে গেলে সে পালিয়ে যায়। এরপর জনসাধারণের সামনে বিজিবি সদস্যরা ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেলে ঝোলানো একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ উদ্ধার করে। উদ্ধারকরা ব্যাগের ভেতর থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানা ১৬ কজি ৩০০ গ্রাম (১৩৯৭.৪৬ ভরি) ওজনর ভারতীয় চান্দি রুপাসহ চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া ১টি মোটরসাইকল জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপারে হাবিলদার শওকত আলী বাদী হয় দর্শনা থানায় মামলা করেন। উদ্ধার করা ভারতীয় অবৈধ চান্দি রুপা গুলা পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রজারী অফিসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান।

জীবননগরে ভিয়েতনামী মাল্টা চাষে সফলতা পেয়েছেন সজল আহম্মেদ

সবুজ পাতার মাঝে উঁকি দিচ্ছে থোকায় থোকায় ভিয়েতনামী বারোমাসি মাল্টা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মানিকপুর গ্রামের কৃষি উদ্যেক্তা সজল আহম্মেদের বাগানে। তিনি বলেন, ২ বিঘা জমিতে ভিয়েতনামী মাল্টা চাষ করেছি। আমার এই বাগানের বয়স এখন ৭ বছর। মাল্টা গাছ রোপণের ৬ মাস পরেই গাছে ফল আসা শুরু হয়। বর্তমানে ৭ বছরের প্রতিটি গাছ থেকে আনুমানিক ১৫০-২০০ কেজি মাল্টা পাওয়া যাচ্ছে। বাগান থেকে এখন প্রতি বছরে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আয় হয়।

বাগানের খরচের বিষয়ে সজল আহম্মেদ বলেন শুরুর দিকে চারা কেনা, সার, কীটনাশক ইত্যাদি কিনতে বিঘা প্রতি ৫০-৬০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এবং দ্বিতীয় বছরে ১ লক্ষ টাকা মতো খরচ হয়েছিল। দ্বিতীয় বছরে ১ লক্ষ টাকা খরচ হলেও দেড় লক্ষ টাকার মাল্টা বিক্রি করেছিলাম। বাগানের খরচ বাদ দিলেও প্রায় ৩ লক্ষ টাকা থাকছে প্রতি বছরে।

মাল্টা গাছের রোগ বালাই সম্পর্কে সজল আহম্মেদ বলেন লেবু জাতীয় গাছে রোগ বালাই খুবই কম তবে ছত্রাক দেখা যায় এজন্য ছত্রাক নাশক স্প্রে করলেই সমাধান হয়ে যায়। মাল্টা গাছে তেমন পরিচর্যার দরকার হয় না। রোপণ করার নিয়মও অন্য সাধারণ গাছের মতোই প্রথমে জমি চাষ দিয়ে তারপর ১২ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিটি চারা রোপন করি। বারোমাসি মাল্টা বাগান নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন রয়েছে কারণ এই জাতের গাছ থেকে আমি বারোমাস মাল্টা পাই। আল্লাহর রহমতে এখন আমার একশত ত্রিশ বিঘায় বিভিন্ন ফলের বাগান হয়েছে। কৃষক ও নতুন কৃষি উদ্যেক্তাদের উদ্দেশ্য বলতে চাই আপনারা মাল্টা চাষ করতে পারেন এতে করে আপনারা লাভবান হতে পারবেন। মাল্টা চাষ ও কৃষি বিষয়ে কোন পরামর্শ প্রয়োজন হলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমার বাগানে এসে ঘুরে যেতে পারেন। আপনাদের সকলকে আমার মাল্টা বাগানে আসার নিমন্ত্রণ রইলো।

দামুড়হুদায় বিএনপির নেতাকর্মীদের উদ্যোগে গীর্জা ও মন্দির পাহারা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল এর নেতৃত্বে যুবদল ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল মৎস্যজীবী দল গত ৫ ই আগষ্ট থেকে নিয়মিত ভাবে ইউনিয়নের বিভিন্ন গির্জা মন্দির সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ান ও নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেন তাদের গীর্জা মন্দির পাহারা দেবার।

সেই থেকে আজ শনিবার অবধি বিএনপির নেতাকর্মীরা নিয়মিত ভাবে মন্দির ও গীর্জা পাহাড়া দিচ্ছেন ও কেউ যাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর সুযোগ না পাই সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছেন।

এসময় ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল তার বক্তব্য বলেন আমরা বাংলাদেশের জনগন। সকলে আমরা ভাই ভাই।এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন জায়গা নেই।আপনারা নির্ভয়ে বসবাস করবেন। আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমাদের দলীয় সকল নেতাকর্মী আপনাদের পাশে আছে।

এ সময় তিনি আরো বলেন বিএনপি সংখ্যালঘুদের পাশে অতীতে যেমন ছিলো বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে থাকবে।এসময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সহ এলাকাবাসী এমন উদ্যোগে সাধুবাদ জানান। তারা বলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা শুরু থেকে আমাদের গীর্জা ও মন্দির পাহারা সহ নিয়মিত আমাদের সার্বিক খোঁজখবর অব্যাহত রেখেছেন।

দামুড়হুদায় পিকাপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর স্কুল বটতলা নামক স্থানে পিকাপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন মারাত্মক আহত হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে এ সংঘর্ষ ঘটে। আহতরা হলো উপজেলার জয়রামপুর মাঠপাড়ার আব্দুর রহিম এর ছেলে মোঃ মিজান (২০) ও আবু সুনু’র ছেলে মোঃ মিথুন (২১)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠালতলা থেকে মোটরসাইকেল যোগে দামুড়হুদায় যাওয়ার পথে জয়রামপুর স্কুল বটতলা থেকে আনুমানিক ২০০ গজ উত্তরে কৃষি পয়েন্টের সামনে নীল রঙের একটি খুলনা মেট্রো ১১-১৬১৫ নাম্বারের পিকাপ এর সহিত মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। উক্ত দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুইজন পিচ রাস্তার উপরে সিটকে পরে গুরুতর আহত হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লোকজন আহত দুইজনকে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। মোটর সাইকেল আরোহী মিজান গুরুতর আহত হওয়ায় তাকে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহী রেফার্ড করেন। আহত মিথুন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ঘটনাস্থল থেকে একটি মিনি পিকাপ ও মোটরসাইকেল উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়। এদিকে দূর্ঘটনার পরে পিকাপের ড্রাইভার কে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়রা বলেন, মোটরসাইকেল আরোহী মিজান খুবই উৎশৃঙ্খল, মোটরসাইকেলের জন্য বাসায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, সেজন্য মিজানের পিতা আব্দুর রহিম ১৫ দিন আগে মটরসাইকেলটি কিনে দিয়েছে। তারা আরো বলেন দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেলটি হেলে দুলে যাচ্ছিল, দূর্ঘটনায় পিকাপের কোন দোষ ছিলোনা। আমাদের চোখের সামনে মোটরসাইকেলটি পিকাপে এসে সরাসরি ধাক্কা দেয়। এতে ভয় পেয়ে পিকাপের ড্রাইভার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাই।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর

বলেন, এখনো পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় ইসলামী আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গণহত্যার বিচারের দাবি এবং দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে আলমডাঙ্গা উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪ টার দিকে পৌর এলাকার আলতায়েবা মোড়ে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি আকরাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ডা: ওয়ালিদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হোসেন, সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম, আক্তার আলী, হাফেজ মো: আমির হামজা, মীর শফিক, শরিফুল ইসলাম, খাজা মইনুদ্দিন, মুফতি সিরাজুল ইসলাম প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামণায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া অনুষ্ঠানে দলে দলে নেতা নেতাকর্মীদের

যোগদানের মধ্য দিয়ে এক জনসভায় রুপ নেয়।

দোয়া ও আলোচনা সভায় বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ঝন্টু মালিতার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক সভাপতি সহিদুল কাউনাইন টিলু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাউনাইন টিলু বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যেসকল ভায়েরা জিবন দিয়েছে তাদের আত্নার মাগফিরাত কামণা করছি। এসময় তিনি আরও বলেন, স্বৈরাচার এরশাদ সরকার পতনের পর নির্বাচনের জনগণ বেছে নেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। রাজপথ হয়ে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর গৌরবে অভিষিক্ত হন বেগম খালেদা জিয়া।

তিনবার সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীও হয়েছেন তিনি। বেগম খালেদা জিয়ার বন্দীত্বকালের সাড়ে ছয় বছরে তার বড় পুত্র তারেক রহমান লন্ডনে থেকেই দলকে তৃণমূল শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তার মা বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিনেও তিনি প্রবাসে। তবে এখন বিএনপির প্রতিটি নেতা-কর্মী-সমর্থক স্বৈরাচার মুক্ত বাংলাদেশে এই নেত্রীর জন্মদিন ও দোয়া মাহফিল পালন করছেন। শেষে নেত্রীর আশু রোগমুক্তি কামনা ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মৃত্যুবরণকারী সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়র পরিষদের চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিচ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলের সভাপতি শরিফউজ্জামান শরিফ, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা যুবদলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিপ্লব, বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপি নেতা ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি চাঁদ আলী।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন আইলহাঁস ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল ওহাব মাষ্টার, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রফিক মেম্বর,

গাংনী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি হাবলু মিয়া, সহ-সভাপতি নাজিমদ্দিন, আশরাফুল ইসলাম, হাসিবুল হক, মনিরুল ইসলাম, জহুরুল ইসলাম (এসজিটি আব:), তুষার, সমসের, আহসান হাবিব সুইট, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক লিখন, সাঈদ, কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক নাজির, নাঈম, সুমন, ছাত্রনেতা রুমন, জেহালা ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতিসহ স্থানীয় বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী বৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় দু’ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার শহরের বড়বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষে তদারকিতে দু’ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল পৌনে ১১টার সময় এ প্রতিষ্ঠান দুটিতে তদারকি করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, সবজি বিক্রেতা, হোটেল, মিষ্টির দোকান, মুদি দোকানসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

এসময় পুরাতন বাজারের গলিতে মেসার্স আর.এন. (রাম নিরঞ্জন) ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে ভয়াবহ কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। আটা ময়দাসহ বিভিন্ন পণ্যের মেয়াদ চলে যাওয়ার পরও সেগুলোর বস্তা ও প্যাকেটের ওপর লেখা মেয়াদ মুছে ফেলে পুনরায় বিক্রি করা হচ্ছিল। এছাড়াও বিক্রির উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত প্রচুর পরিমানে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জব্দ করা হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকাও টাঙ্গানো ছিল না। এসমস্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক কিশোর কুমার আগরওয়ালকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮, ৪৫ ও ৫১ ধারায় ২০ টাকা টাকা জরিমানা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ও মেয়াদ মুছে ফেলা পণ্যগুলো জব্দ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এরপর মেসার্স জলযোগ মিষ্টান্ন ভান্ডারে তদারকিতে আরও ভয়াবহ অনিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। খুবই অস্বাস্থ্যকর নোংরা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে তৈরী হচ্ছে নানাবিধ খাদ্যপণ্য। মিষ্টি তৈরীর উপকরণ গুলোর মধ্যে পাওয়া যায় ইঁদুরের বিষ্ঠা। ফ্রিজে রাখা দইয়ের কাপে পাওয়া যায় সিগারেটের ছাই। কর্মচারীদের কোন স্বাস্থ্যবিধি মানতে দেখা যায়নি। তৈরী করা দই ফ্রিজে রেখে বিক্রি করা হলেও মানা হচ্ছেনা মোড়কীকরণ বিধি (মেয়াদ মুল্য না লেখা)। বিভিন্ন লেখা কাগজ ও ছাপা কাগজের অস্বাস্থ্যকর ঠোঙায় বিক্রি করা হচ্ছে নানা রকম খাবার। পুর্বে সতর্ক করা স্বত্ত্বেও এসমস্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপককে ৩৭ ও ৪৩ ধারায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় এক বস্তারও বেশী অস্বাস্থ্যকর ছাপা ঠোঙা জব্দ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এসময় সব্জি বাজারসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। সব ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় এবং সবাইকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য কেনা- বেচার ভাউচার সংরক্ষণ ও মুল্যতালিকা প্রদর্শন করতে বলা ও সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। তদারকি কাজে সহযোগীতায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সদস্যরা।